

## الباب الثاني

نبذة من حياة الأئمة الأربعة وموقفهم من اتباع السنة

### দ্বিতীয় অধ্যায়

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সুন্নাহ অনুসরণে ইমামদের অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

#### চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহামতি ইমামদের জীবনী এখানে আলোচনা করা মূল উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র পাঠকদের কাছে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেয়াই হলো উদ্দেশ্য, কারণ তাঁদের বিশাল আলেম্য জীবন এ কয়েক লাইনে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অতএব অতি সামান্যভাবে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

#### ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বংশ : নাম নু'মান, উপনাম আবু হানীফা। বংশনামা : “নু'মান বিন ছাবিত বিন যুত্বাই আল খায্যায় আল কুফী।”<sup>৪৮</sup> তিনি কাপরের ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই আল খায্যায় বলে পরিচিত এবং তিনি কুফা নগরীতে জন্মলাভ করেছেন ও সেখানে জীবন-যাপন করেছেন এজন্য আল-কুফী বলে পরিচিত। বংশগতভাবে তিনি আত্-তাইমী, অর্থাৎ তাঁর দাদা “যুত্বাই” রাবীয়া বংশের উপগোত্র বনী তাইমিল্লাহ বিন ছা'লাবার অধিনস্ত ছিলেন, এ সূত্রেই তিনি বংশগতভাবে আত্-তাইমী বলে পরিচিত।<sup>৪৯</sup>

জন্ম ও প্রতিপালন : বিশুদ্ধ মতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুফা নগরীতে ৮০ হিঃ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুফা নগরীতে প্রতিপালিত

<sup>৪৮</sup> তারীখে কাবীর লিল বুখারী- ৮/৮১ পৃঃ, তারিখে বাগদাদ- ১৩/৩২৩ পৃঃ, তাযকেরাতুল হুফফায়- ১/১৬৮ পৃঃ, সিয়রু আলামিনুবালা ৬/৩৯০ পৃঃ, আল কামিল ফিতারীখ- ৫/৫৮৫ পৃঃ মিয়ানুল ইতিদাল- ৪/২৬৫ পৃঃ, তাহযীবুত্তাহযীব- ১০/ ৪৪৯ পৃঃ ইত্যাদি।

<sup>৪৯</sup> আল-আনসাব লিসসাম আনী- ৫/১০৩ পৃঃ, আল মাজরুহীন- ৩/৬৩ পৃঃ।

হন এবং জীবনের শুরুতেই তিনি গার্মেন্টেস ব্যবসায় পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করায় তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।<sup>৫০</sup>

**শিক্ষা জীবন :** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসায়ী কর্মে আত্মনিয়োগ করেন, শিক্ষা-দিক্ষায় মনোনিবেশ হননি। ইমাম শা'আবী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাত ঘটলে তাঁর পরামর্শে তিনি শিক্ষামুখী হন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নিজেই বলেন : “আমি একদিন ইমাম শা'আবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কার কাছে যাচ্ছ? আমি তাকে উস্তায সম্বোধন করে বললাম যে, আমি বাজারে যাচ্ছি। ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : “তোমার বাজারে যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন আলিমের কাছে যাচ্ছ?” জবাবে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বললেন, “আসলে আলিমদের সাথে আমার যোগাযোগ খুবই কম।” ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : “না তুমি এরূপ করো না, বরং তুমি শিক্ষামুখী হও এবং আলিমদের সাথে উঠাবসা শুরু কর, কারণ আমি তোমার মাঝে ভাল আলামত দেখছি।” ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন : ইমাম শা'আবীর এ উপদেশ আমার হৃদয়ে রেখাপাত করল, ফলে আমি বাজারে যাওয়া বন্ধ করলাম এবং জ্ঞান গবেষণামুখী হলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপদেশের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করেছেন।<sup>৫১</sup>

এভাবেই আবু হানীফা (রহ.) শিক্ষা জীবন শুরু করেন। শিক্ষা জীবন শুরু করে তিনি কালাম শাস্ত্র ও তর্কবিদ্যা শিক্ষালাভ করে ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদে তর্ক সংগ্রাম চালিয়ে তর্কিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু এ তর্ক চর্চা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ শাস্ত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি করলে তর্ক চর্চা বর্জন করে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ চর্চায় মনোনিবেশ করেন।<sup>৫২</sup>

**ইমাম আবু হানীফার (রহ.) শিক্ষকবৃন্দ :** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ছোট বয়সে দু'একজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন, যেমন-

<sup>৫০</sup> তারিখে বাগদাদ ১৩/৩২৫ পৃঃ।

<sup>৫১</sup> মানাকিব আবী হানীফাহ লিল মাক্কী- ৫৪ পৃঃ।

<sup>৫২</sup> উকদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

আনাস বিন মালিক (রাঃ), কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তিনি প্রাথমিক যুগে ব্যবসায়ী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, অতঃপর ইমাম শা'আবীর অনুপ্রেরণায় দ্বীন শিক্ষায় আন্তনিয়োগ করেন।<sup>৭০</sup> ইমাম আল মিয়যী (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যাদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মোট পঞ্চাশ জন শাইখ এর নাম উল্লেখ করেন। নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল :

১. হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান আল আশযারী (রহ.)।
২. যায়িদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.)।
৩. ইমাম আতা বিন আবী রাবাহ আল কারশী (রহ.)।
৪. আবদুল মালিক বিন আবিল মাখারিক আল মাসরী (রহ.)।
৫. আদী বিন ছাবিত আল আনসারী (রহ.)।
৬. ইমাম কাতাদাহ বিন দা'য়ামাহ আস সাদুসী (রহ.)।
৭. মুহাম্মদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.) ইত্যাদি।

**ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রবৃন্দ :** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হতে অনেক গুণীজন দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মিয়যী (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রদের বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্তর জনের নাম উল্লেখ করেন।<sup>৭১</sup> নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জন :

১. জারীর বিন আবদুল হামীদ আল কুফী (রহ.)।
২. হাম্মাদ বিন আবী হানীফাহ আল কুফী (রহ.)।
৩. আল হাকাম বিন আব্দুল্লাহ আল বালখী (রহ.)।
৪. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আল হানযালী (রহ.)।
৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশশায়বানী (রহ.)।
৬. ইমাম নূহ বিন আবী মারয়াম আল মারওয়াযী (রহ.)।
৭. ইমাম ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আবু ইউসূফ আল কাযী (রহ.) ইত্যাদি।

<sup>৭০</sup> উকুদুল জিমান, ১৬০ পৃঃ।

<sup>৭১</sup> তাহযীবুল কামাল, ৩/১৪১৫ পৃঃ।

**জ্ঞান গবেষণায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.) :** ইমাম কাবীসাহ বিন উকবাহ (রহ.) বলেন : “ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রথম পর্যায়ে তর্কবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বিদ‘আতী বাতিল পন্থীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হন, এভাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী তর্কিকে পরিণত হন। অতঃপর তিনি তর্কচর্চা বর্জন করে ফিকাহ্ ও সুন্নাহ চর্চায় লিপ্ত হন এবং একজন ইমামে পরিণত হন।”<sup>৫৫</sup>

**ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) :** ফিকাহ্ শাস্ত্রে আবু হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখেনা, কারণ তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইমাম সাহেবের অন্যতম ছাত্র ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহ.) বলেন, “ইমাম আবু হানীফা (রহ.) স্বীয় যুগে ফিকাহ্ শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ছিলেন।”<sup>৫৬</sup> তিনি সমযুগে প্রসিদ্ধ তাবেঈ যেমন- আত্মা বিন রাবাহ, নাবি, মাওলা ইবনু ওমার ও কাতাদাহ প্রভৃতি তাবেঈদের (রাহিমাহুমুল্লাহ) হতে ফিকাহ্ শাস্ত্রে পণ্ডিত্ব অর্জন করেন।<sup>৫৭</sup> তাঁর হতেও অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ফিকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাবে ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের উল্লেখযোগ্য কোন রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকাহ্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন এবং বহু জ্ঞান পিপাসুকে ফিকাহ্ শিক্ষাদান করেন, কিন্তু প্রচলিত সমাজে যেমন- ইমাম সাহেবের বরাত দিয়ে প্রকাশ্য হাদীসকে বর্জন করে ফিকাহ্কে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইহা কখনও ইমাম সাহেবের স্বভাব নয় এবং মাযহাবও নয়। “সুন্নাতে রাসূল ﷺ অনুসরণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান” পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়টি প্রমাণসহ আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

**হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) :** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একশত হিজরীর পরে অর্থাৎ তাঁর বিশ বছর বয়সের পর তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ আলিম হতে হাদীস

<sup>৫৫</sup> উকদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

<sup>৫৬</sup> সিয়াকু আলামিনুবালা, ৬/৪০৩ পৃঃ।

<sup>৫৭</sup> উসুলুদ্দীন ইন্দা ইমাম আবু হানীফা, ৯৫ পৃঃ।

শিক্ষালাভ করেন।<sup>৫৮</sup> কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই নগন্য। এর দুটি কারণ হতে পারে,

**প্রথম কারণ :** তিনি হাদীস বর্ণনায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন, অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীর পূর্ণ মুখস্ত বর্ণনাকেই শুধু মেনে নিতেন। ইমাম ইবনু সালাহ (রহ.) বলেন :

شَدَّدَ قَوْمٌ فِي الرِّوَايَةِ فَأَفْرَطُوا، وَتَسَاهَلُوا فِيهَا آخَرُونَ فَفَرَطُوا وَمِنَ التَّشَدُّدِ مَذْهَبٌ مِنْ قَالَ : لَأَحْجَةَ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاويُ مِنْ حِفْظِهِ، وَذَلِكَ مَرْوَى عَنْ مَالِكٍ وَ أَبِي حَنِيفَةَ

“হাদীস বর্ণনায় একশ্রেণীর মানুষ কঠোরতা অবলম্বন করে সীমালঙ্ঘন করেছেন, আবার আরেক শ্রেণী শিথিলতা অবলম্বন করে সীমালঙ্ঘন করেছেন। কঠোরতার মধ্যে হল, যারা মনে করেন যে, বর্ণনাকারীর শুধু মুখস্ত বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না, ইহা ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফার মত।”<sup>৫৯</sup>

**দ্বিতীয় কারণ :** ইমামের হাদীস বর্ণনা কম হওয়ার অপর কারণ হলো তিনি মাসআলা-মাসায়েলের গবেষণায় বেশী ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস বর্ণনার সুযোগ হত না।

উকুদুল জিমান গ্রন্থের লিখক বলেন,

وَأَمَّا قِلْتُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ..... لَأَشْغَالُهُ عَنِ الرِّوَايَةِ بِاسْتِنْبَاطِ الْمَسَائِلِ مِنَ الْأَدْلَةِ كَمَا كَانَ أَجْلَاءَ الصَّحَابَةِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا يَشْتَغِلُونَ بِالْعَمَلِ عَنِ الرِّوَايَةِ حَتَّى قِلْتُ رَوَايَاتِهِم بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَثْرَةِ إِطْلَاعِهِمْ-

“ইমাম সাহেবের বিভিন্ন দলীলের মাসআলার গবেষণায় ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা কমে গেছে, যেমন- প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু বকর, ওমার (রাঃ) সহ অনেকেই প্রচুর জানা-শুনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি।”<sup>৬০</sup>

<sup>৫৮</sup> সিয়রু আলামিনুবালা, ৬/৩৯৬ পৃঃ।

<sup>৫৯</sup> উলুমুল হাদীস- ১৮৫, ১৮৬ পৃঃ, (আত্‌তাক্বীদ ওয়াল ইয়াহ সহ)।

<sup>৬০</sup> উকুদুল জিমান- ৩১৯, ৩২০ পৃঃ।

অবশ্য এ ব্যস্ততার কারণে তিনি হাদীস সংরক্ষণেও তেমন গুরুত্ব দিতে পারেননি। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন,

لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والأسانيد، وإنما كانت همته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على فن، فإنه يقصر عن غيره

“ইমাম সাহেব হাদীসের শব্দ ও সনদ বা সূত্র রপ্ত ও যবত করণে গুরুত্ব দিতে পারেননি, তাঁর গুরুত্ব ছিল কুরআন ও ফিকাহ শাস্ত্রে, বস্তুতঃ সকল ব্যক্তির এমনই অবস্থা হয়, এক বিষয়ে গুরুত্ব দিলে অপর বিষয় ঘাটতি হয়ে যায়।”<sup>৬১</sup>

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নামে কিছু হাদীসের সংকলন উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় এগুলি ইমাম আবু হানীফার (রহ.)। মূলতঃ ওই সব ইমাম সাহেবের সংকলন নয় বরং তাঁর অনেক পরে সেগুলি সংকলন করে তাঁর নামে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।<sup>৬২</sup> আল্লামাহ শাহ আবদুল আযীয দেহলবী হানারফী (রহ.) বলেন :

بل جمعها الجامعون بعد أزمنة متطاولة

“বরং সে গ্রন্থগুলো অনেক পরে বিভিন্নজন সংকলন করেছেন।”<sup>৬৩</sup>

ইমাম ইবনু হাজার আসকালামী (রহ.) বলেন :

وكذلك مسند أبي حنيفة توهّم أنه جمع أبي حنيفة وليس كذلك...

“অনুরূপ মুস্নাদ আবী হানীফাহ ধারণা করা হয় ইহা ইমাম আবু হানীফার সংকলন, আসলে তা নয়.....।”<sup>৬৪</sup>

অতএব বলা যেতে পারে যে, ইমাম আবু হানীফার নামে হাদীসের যে গ্রন্থগুলি উল্লেখ করা হয় সেগুলি হয়তবা ইমাম আবু হানীফা হতে তাঁর ছাত্ররা শিক্ষালাভের পর যে হাদীসগুলি সংকলন করে তাঁর নামে প্রকাশ করেছেন, অথবা অতি ভক্তির কারণে নিজের সংগৃহীত হাদীস তাঁর নামে সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে, ওয়াল্লাহু ‘আলাম।

<sup>৬১</sup> মানাকিব আবী হানীফাহ ও সাহিবাইহী লিব্‌যাহাবী- ২৮ পৃঃ।

<sup>৬২</sup> উসূলুদ্দীন ইন্দা আবী হানীফা- ১০০-১০৭ পৃঃ।

<sup>৬৩</sup> বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৫০ পৃঃ।

<sup>৬৪</sup> তা’জীলুল মানফাআহ, ০৫ পৃঃ।

**সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসে ইমাম আবু হানীফা (রহ.):** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বাতীল আক্বীদা পোষণকারী জাহমিয়া, মুরযিয়া, মুতাখিলা ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলির সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, হক প্রতিষ্ঠায় বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। প্রায় সকল মাসআলায় তিনি একমত শুধু ঈমানের সংজ্ঞা, হ্রাসবৃদ্ধি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান না হওয়া বরং আরশে সমুন্নত হওয়া এবং নিরাকার না হওয়া বরং তাঁর সুস্পষ্ট গুণাবলী সাব্যস্ত করাই হলো ইমামের আক্বীদা বিশ্বাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজ যারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের দুহাই দেয়, তারাই আবার ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বিপরীত আক্বীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইমাম আবু হানীফার ফতোয়া অনুযায়ী মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ- ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, “যে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় আরশের উপরে আছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান) সে কাফির।”<sup>৫৫</sup>

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর আক্বীদাহ বিষয়ক পাঁচটি গ্রন্থ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এগুলো ইমাম সাহেবের প্রতি শুধু সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনি এগুলো লিখেন নি। তবে “ফিক্‌হুল আকবার” নামে যে গ্রন্থটি ইমামের ছেলে হাম্মাদ (রহ.)-এর সনদে, সেটি অধিকাংশের মতে ইমাম সাহেবের সংকলন,<sup>৫৬</sup> ওয়াল্লাহু ‘আলাম। মূল কথা ইমাম সাহেবের নিজের রচিত হোক বা তাঁর থেকে শুনে হাম্মাদের রচনা হোক সর্বাবস্থায় প্রমাণ করে যে, ইমাম সাহেবের এবং তাঁর ছেলে হাম্মাদ সঠিক আক্বীদাহ বিশ্বাসের উপর ছিলেন, যা হতে বর্তমানের হানাফী সমাজ পদস্থলিত হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক আক্বীদার উপর থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

<sup>৫৫</sup> মুখ্তাসারুল আলউলু ১৩৬ পৃঃ।

<sup>৫৬</sup> উসুলুদ্দীন ইনদা আবী হানীফাহ, ১১৫-১২৫ পৃঃ, আশ্শারহ আল মুয়াস্সার, ০৩ পৃঃ, শরহু কিতাব ফিক্‌হুল আকবার, ০৫ পৃঃ, শরহুল আক্বীদাহ তাহাবীয়াহ, ১/২৬৬ পৃঃ।

## সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর অবস্থান

ইমাম চখুষ্টয়ের প্রথম হলেন ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) (রহ.)। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর একাধিক বক্তব্য বর্ণনা করেন, সকল বক্তব্যের মূল কথা হল ইমামদের সুন্নাহ পরিপন্থী মতামতের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) বর্জন করে সহীহ হাদীস বা সুন্নাহ গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

### ১। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

“কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ”।<sup>১৫৫</sup>

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য সহীহ সনদে প্রমাণিত, তাঁর এ বক্তব্য তাঁর সততা, জ্ঞানের সচ্ছতা এবং আল্লাহভীরুতার এক জলন্ত প্রমাণ। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও সহীহ হাদীস পরিপন্থী কোন কথা ও কাজে অটল থাকতে চাননি এবং কোন অনুসারীকে তা পালনে সম্মতিও দেননি। বরং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তাহাই ইমামের মত ও পথ বলে ঘোষণা দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ বর্জনের নির্দেশ জারি করেন।

তাঁর একথায় প্রমাণিত হয় যে, সত্যিই তিনি হক্ ইমাম ছিলেন এবং জীবনে ও মরণে সর্বদায় হক্ গ্রহণ করেছেন। তাই প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কখনও ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা সমিচিন হবে না। বরং ইমাম সাহেবের এ হক্ বক্তব্য গ্রহণ না করে প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ ইমাম সাহেবের নামে প্রচার করে তা পালনীয় অপরিহার্য ফাতুয়া দিয়ে মাযহাবপন্থী আলিমরাই ইমাম আবু হানীফার (রহ.) উপর যুলম করেছেন। ইমাম সাহেব সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত হতে চাইলেও গোঁড়া

<sup>১৫৫</sup> ইবনু অ'বদীন- আল বাহর আর রায়িক এর হাসিয়ায়-১/৩৬ পৃঃ, এবং রাসমুল মুফতী-১/৪ পৃঃ।  
শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম-৬২ পৃঃ।



মাযহাবপন্থীরা তাঁকে মুক্ত হতে দিতে চায় না। আল্লাহ ইমাম সাহেবকে যেরূপ হেদায়াত দিয়েছেন, মাযহাব পন্থীদেরও সেরূপ হেদায়াত দান করুন। আমীন!

ইমাম সাহেব যেহেতু রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পান নি এবং সে যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলণ হয়নি। তাই ইমাম সাহেবের এরূপ বক্তব্য সঠিক ও বাস্তব হওয়াই যুক্তি যুক্ত, কারণ হলো : তিনি রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয় কারণ হলো তাঁর যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলিত হয়নি, যেমন সহীহ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারী (রহ.) জন্ম লাভ করেন ১৯৪ হিঃ। সহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম (রহ.) জন্ম লাভ করেন ২০৩ হিঃ, এমনিভাবে ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ (রাহিমাহুল্লাহ) ইত্যাদি সকলেই ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মৃত্যুর ৪৪ বছর ও তারও পরে জন্ম গ্রহণ করেন, অতঃপর তারা তাদের হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলণ করেন। তাই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর শুভকামনা যে, এমন একদিন আসবে যেদিন হাদীস সংকলণ হবে, যঈফ (দূর্বল) হাদীস হতে সহীহ হাদীস চিহ্নিত হয়ে যাবে, তখন আর দূর্বল হাদীসের সমাদর থাকবেনা। সহীহ হাদীস উপস্থিত হলে ঈমানী দাবী হিসাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। এ চিন্তা চেতনার আলোকেই তাঁর অমীয়া বাণী “কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।”

## ২। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

"لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ" وفي رواية :  
حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي" وزاد في رواية : "فَإِنَّا بَشَرٌ،  
نَقُولُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَتَرَجِعُ عَنْهُ غَدًا" وفي أخرى : "ويحك يا يعقوب ! (هو أبو  
يوسف) لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي، فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا،  
وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ"

“আমরা আমাদের কথাগুলি কোন্ দলীল হতে গ্রহণ করেছি ইহা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়”<sup>১৫৬</sup>

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : “যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত নয়, তার পক্ষে আমার কথা অনুযায়ী ফতুয়া দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।” এর সাথে অন্য বর্ণনায় বর্ধিত অংশ হল : “আমরা সাধারণ মানুষ আজকে এক ফাতাওয়া দেই, আবার আমীকাল তা প্রত্যাহার করে থাকি।”

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তিনি স্বীয় শিষ্য ইয়াকুব ইমাম আবু ইউসুফ কে বলেন : “সাবধান তুমি আমার কাছে যা কিছুই শুন, সবই লিখ না, কারণ আমি আজ এক সিদ্ধান্ত নেই, আবার আগামীকাল তা প্রত্যাহ্যান করি। আবার আগামীকাল এক ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্ত নেই, তার পরের দিন তা প্রত্যাহ্যান করি।”<sup>১৫৭</sup>

আলোচ্য বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব দলীল ভিত্তিক ফাতওয়া প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। প্রয়োজনের তাগীদে কোন বিষয়ে কিয়াসের আলোকে ফাতওয়া দিলেও দলীল বিহীন ও কিয়াস ভিত্তিক ফাতওয়া অনুযায়ী অন্যকে ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি দেন নি, বরং হারাম করে দিয়েছেন। এসব প্রমাণ করে যে, প্রচলিত হানাফী মাযহাবের সহীহ হাদীস পরিপন্থী ইমামের নামে ফাতওয়া সমূহ প্রচার প্রসার করা না জায়েয ও হারাম। কারণ এ সমস্ত সহীহ হাদীস বিরোধী মাসায়েল প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং ইমাম সাহেবের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার সুযোগ করে দেয়া হয়, অথচ ইমাম সাহেব (র:) এক্ষেত্রে কতইনা সতর্ক ও সচেতন।

ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র:) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন: “ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর যে সমস্ত কথা সহীহ হাদীস বিরোধী পাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি ইমামের এরূপই অবস্থান

<sup>১৫৬</sup> ইবনু আদিল বার আল ইনতিকাহ- (الإنقضاء في فضائل الأئمة الفقهاء)- গ্রন্থে ১৪৫ পৃঃ,

ই‘লামুল মুয়া‘ক্কিসীন- ২/৩০৯ পৃঃ। ইবনু আব্বিদ্দিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়-৬/২৯৩ পৃঃ

আশশারানী- আল মিয়ান- ১/৫৫ পৃঃ। শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৫২ পৃঃ ইমাম যুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।

<sup>১৫৭</sup> শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিনু বী ﷺ - ৪৭ পৃঃ

হয়, অর্থাৎ তিনি সহীহ হাদীস পেয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে এরূপ ফাতাওয়া প্রদান করেননি, বরং না পাওয়া অবস্থায় এরূপ ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এটা অবশ্যই ইমাম সাহেবের গ্রহণযোগ্য ওজর। কারণ আল্লাহ তা'আলা সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননি। সুতরাং ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা কখনও জায়েয হবে না। বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে, কেননা তিনি মুসলমানদের ঐসব ইমামদের অন্যতম যারা দ্বীনের জন্য অবদান রেখেছেন। বরং অপরাধ ও অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা যারা ইমামের সহীহ হাদীস বিরোধী কথাগুলো কোঠর ভাবে আঁকড়ে ধরে অথচ এগুলো ইমামের মাযহাব নয়। কারণ সহীহ হাদীসই হল তাঁর মাযহাব। অতএব ইমাম সাহেব হলেন এক প্রান্তে, আর ঐসব অনুসারীরা হল আরেক প্রান্তে।”<sup>১৫৮</sup>

### ৩। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

"إِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَبَرَ الرَّسُولِ ﷺ فَاتْرُكُوا قَوْلِي"

“আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব- কুরআন এবং রাসূল ﷺ এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন কর (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধর)।”<sup>১৫৯</sup>

যিনি ইমামুল মুসলিমিন তিনি কিভাবেই বা বলতে পারেন যে, কুরআন ও হাদীস ছেড়ে আমার কথাকেই আঁকড়ে ধর। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে কোন কিছু প্রাধান্য দিও না, আর আল্লাহকে ভয় কর।”<sup>১৬০</sup>

অতএব আল্লাহ ভীরা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অবশ্যই বলবেন যে, কুরআন ও হাদীস গ্রহণ কর এবং আমার কথা বর্জন কর। কিন্তু দুঃখের

<sup>১৫৮</sup> শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিন নাবী- ৪৭, ৪৮ পৃঃ।

<sup>১৫৯</sup> শায়খ আল ফুলানী- ইকামুল হিমাম-৫০ পৃঃ।

<sup>১৬০</sup> সূরা আল হুজরাত- আয়াত ১।

বিষয় হল তথা কথিত হানাফী মাযহাব অনুসারী ভাইয়েরা ইমাম আবু হানীফার (রহ.) দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী ফাতওয়া আঁকড়ে ধরতে বদ্ধপরিকর। আল্লাহ আমাদের সকল গোঁড়ামী বর্জন করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন! কোন ব্যক্তির অঙ্ক অনুসারী না হয়ে ইমাম আবু হানীফার (রহ.) নির্দেশ উপদেশও অনুযায়ী কুরআন ও সহীহ হাদীস আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন! আমীন!

#### ৪। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

"وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُجْمَعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ"

“ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর সকল অনুসারীরা একমত যে, ইমাম আবু হানীফার মত হল: যঈফ (দুর্বল) হাদীস তাঁর কাছে কিয়াস ও অভিমতের চেয়েও অনেক উত্তম।”<sup>১৬১</sup>

কিয়াস ও অভিমতের চেয়ে যদি যঈফ হাদীস উত্তম ও প্রাধান্য যোগ্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে কিয়াস ও অভিমতের বিপরীত সহীহ হাদীস পেলে তা মানা অপরিহার্য ফরয। এবং সহীহ হাদীস পেলে কিয়াস ও অভিমত বর্জন করাও ফরয।

#### ৫। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

"إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ، وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ"

“সাবধান! তোমরা আল্লাহর দ্বীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাক। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ কর। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।”<sup>১৬২</sup>

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য মানুষের হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকাই হল হিদায়াত।

<sup>১৬১</sup> ইবনুল কাইয়াম- ই'লুল মুয়াক্কিদীন- ১২/৮২ পৃ:।

<sup>১৬২</sup> শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:।

আর সুন্নাহ বর্জন করে কোন ব্যক্তি, দল, তারীকা ও মাযহাবের অনুসরণ করাই হল যলালাত বা পথভ্রষ্টতা। ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যের পরও কিভাবে তাঁর দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীসকে বর্জন করে মাযহাবী গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে থাকে? আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন এবং সকল মত ও পথ বর্জন করে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের তাওফীক দান করুন! আমীন!

**ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা :** ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় অনেকেই প্রশংসা করেছেন, যেমন-

১. ইমাম আহমাদ বিন হামল (রহ.) বলেন : “ইমাম সাহেব শিক্ষা, আল্লাহ ভীরুতা ও আখিরাতমুখী হিসাবে এক বিশেষ অবস্থানে ছিলেন। আবু জাফর আল মানসুরের কাজী বা বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে প্রহার পর্যন্ত করা হয়েছে তবুও তিনি তা গ্রহণ করেননি, আল্লাহ তাকে বিশেষ রহম করুন।”<sup>৬৭</sup>
২. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন : “যদিও মানুষেরা ইমাম আবু হানীফার কিছু বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিতে কারো কোনরূপ সন্দেহ নেই।”<sup>৬৮</sup>
৩. ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : “ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একজন বিশিষ্ট আলিম, গবেষক, সাধক ও ইমাম ছিলেন। তিনি বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, রাজা-বাদশাহদের কোন পুরস্কার গ্রহণ করতেন না।”<sup>৬৯</sup>

**ইমামের মৃত্যুবরণ :** মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ১৫ই শাবানে ১৫০ হিঃ, ৭০ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমান, এবং বাগদাদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।<sup>৭০</sup> আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন!

<sup>৬৭</sup> উকদুল জিমান, ১৯৩ পৃঃ।

<sup>৬৮</sup> মিনহাজ্জম সুন্নাহ, ২/৬১৯ পৃঃ।

<sup>৬৯</sup> তায়কিরতুল হুফফায়, ১/১৬৮ পৃঃ।

<sup>৭০</sup> আল ইস্তিকা, ১৭১ পৃঃ।